ঈশ্বরদী থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত

বিজয় দীপ্ত

THE WEEKLY BIJOY DEEPTA

প্রকাশনার ২১ বছর

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

www.facebook.com/সাপ্তাহিক বিজয় দীপ্ত

নকল ঘি তৈরীর কারখানার সন্ধান মালামাল জব্দ ॥ আটক-২

মতিয়ার রহমান চান্নু ॥ সোমবার রাতে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের নতুন হাট গোলচত্তর এলাকায় র‍্যাব-১২ অভিযান চালিয়ে নকল ঘি তৈরীর দায়ে দুই জনকে আটক জরিমানা ও জব্দকৃত নকল ঘি ধ্বংস করেছে। আটককৃতরা হলো নতুন হাট গোলচত্তর এলাকার আজিজুর রহমানের ছেলে কারখানার মালিক হাবিবুর রহমান হাবু ও কারখানার কারিগর ব্রাম্মনবাড়িয়া, নবীনগর কালীদাসপুর এলাকার তার মিঞার ছেলে খাদেম আলী । র‍্যাব-১২ জানান, দীর্ঘদিন ধরে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর রং, ভেজাল সস, ভিনেগার, আটা, ফ্লেবারসহ নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে ভেজাল ঘি (২য় পাতায় দেখুন)

রেজি নং রাজ ঃ ১৩৮ বর্ষ ঃ ২১ # সংখ্যা ঃ ২৬ # ঈশ্বরদী ঃ বুধবার # ২৬ আগস্ট ২০১৫ # ১১ ভাদ্র ১৪২২ বাংলা # ৪ পৃষ্ঠা ঃ মুল্য : ৩ টাকা

হার্ডিঞ্জ সেতুর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষজ্ঞ দলের সেমিনার অনুষ্ঠিত

তৌহিদ আক্তার পান্না ॥ প্রাকৃতিক ও নির্মাণ ত্রুটি এবং কোনো প্রকার বিরুপ প্রভাব ছাড়াই পাকশী হার্ডিঞ্জ সেতুর স্থায়ীকাল শতবর্ষ অতিক্রম করায় রেল কর্তৃপক্ষ পাকশী সড়ক ও জনপথের সম্মেলন কক্ষে রবিবার দুপুরে সেমিনারের আয়োজন করে। এতে জাপান, কোরিয়া, হাঙ্গেরি, স্প্যান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশসহ জাইকা ও আইএবিএসই'র ৫০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশ নেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক আমজাদ হোসেন। বক্তব্যদেন সেতু বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের দলনেতা ও প্রধান অতিথি আন্তজার্তিক সেতু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, সেতু বিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় প্রকৌশলী অমিতাব ঘোষাল, বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান তৌফিকুল আনোয়ার, আইএবিএসই এর সদস্য ড. আজাদুর রহমান, বুয়েটের শিক্ষক ডা. হাসিব মোহাম্মদ হাসান, ড.সাইফুল আমিন, ড. আব্দুর রউফ, (২য় পাতায় দেখুন)

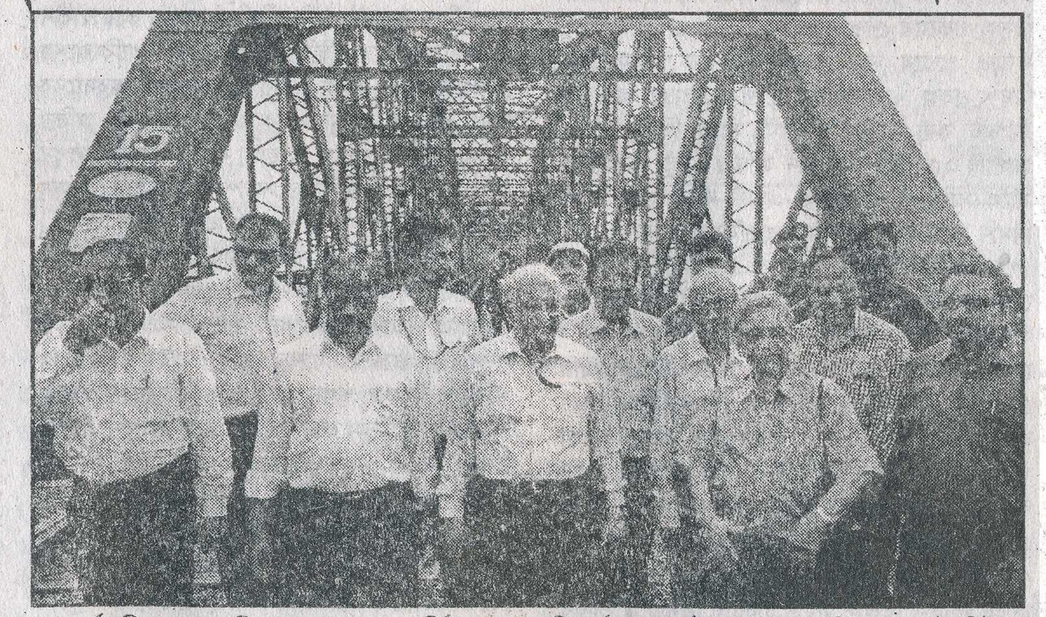

আন্তর্জঅতিক সেতু বিশেষজ্ঞ দলের হার্ডিঞ্জ সেতু পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ -ছবিঃ এসআই টিটুল

হার্ডিঞ্জ সেতুর শতবর্ষ

জাইকার সদস্য কে নোগামি, ক্যারলী হিরোস, টি ইসিকুতা, এডিজিআই কাজী রফিকুল আলম, এডিজি অপারেশন হাবিবুর রহমান, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জিএম খায়রুল আলম, টঙ্গি-ভৈরব ডাবল লাইন প্রকল্পের জিএম সাগর কৃষ্ণ চক্রবতি, পশ্চিমাঞ্চল রেলের প্রধান প্রকৌশলী মাহাবুবুল আলম বক্শী, টঙ্গী -ভৈরব ডাবল লাইন প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী সুকুমার ভৌমিক, পাকশী রেলওয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক আফজাল হোসেন বক্তব্যদেন।

দলনেতা ও সেমিনারের প্রধান অতিথি বলেন, হার্ডিঞ্জ সেতুকে বিশ্বের একটি ঐতিহাসিক ও মডেল সেতু হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সামাজিত প্রভাব না থাকলে আগামি ২৫ বছরেও হার্ডিঞ্জ সেতুর কোনো ক্ষতি হবে না। সেতুটিকে আরও বেশিদিন নিরাপদে যাতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এবং সে মোতাবেক বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত স্টাডি ও এ্যাসেসমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছেন। গাইড বাঁধের ক্ষতি হওয়া সম্ভবনা দেখা দিলে পাথর দিয়ে সেতুকে তাৎক্ষনিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেও সেতুটির ক্ষতি হবে না। সেমিনার শুরুতেই সভাপতি ও রেলওয়ের মহাপরিচালক আমজাদ হোসেন প্রজেক্ট টাইলের মাধ্যমে হার্ডিঞ্জ সেতুর নির্মাণ সংক্রান্ত ইতিহাস উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেন।

হার্ডিঞ্জ সেতুর পাশে রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে হার্ডিঞ্জ সেতুর কোনো ক্ষতি হবে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে রেলওয়ের মহাপরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোনো প্রভাব হার্ডিঞ্জ সেতুতে স্পর্শ করতে পারবে না। কারণ রাশিয়ান পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সাথে তিনি বলেন, আগামি ২৫ বছর নিরাপদে হার্ডিঞ্জ সেতু ব্যবহারের সাথে সাথে পাশে আরও একটি নতুন রেল সেতু নির্মাণ করা হবে। তিনি সাংবাকিদদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, পাকশীর ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপিঠে শ্রীঘ্রই শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হবে।

সেমিনার শেষে বেলা তিনটায় বিশেষজ্ঞ দল প্রায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী ১ দশমিক ৮১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য হার্ডিঞ্জ সেতু পরিদর্শন করে সেতুটির বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষন করেন। প্রতিনিধি দল সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে হার্ডিঞ্জ সেতু শতবার্ষিকী ট্রেনে করে বেলা ১২টায় পাকশী স্টেশনে পৌছান। দলটি সেমিনার ও সেতু পরিদর্শন শেষে পূনরায় বিকাল সাড়ে চারটায় ট্রেনটি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের নিয়ে পাকশী স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।